**২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১৮**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

শেখ হাসিনা

**প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, রবিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ০২ ডিসেম্বর ২০১৮**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**সম্মানিত সভাপতি.**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,**

**কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ,**

**ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,**

**জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপকবৃন্দ,**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

**আসসালামু আলাইকুম।**

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য ও খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের জন্য ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে “জাতীয় রপ্তানি ট্রফি” প্রদান করা হচ্ছে। আমি ট্রফি-প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।**

সুধিমন্ডলী,

**ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনমিয়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম।**

সুধিমন্ডলী,

**রপ্তানি বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। আমাদের সরকার অব্যাহতভাবে রপ্তানিতে উচ্চ-প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৫-০৬ সালের রপ্তানি আয় ছিল ১০ দশমিক পাঁচ-দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ দশমিক ছয়-সাত বিলিয়ন ডলার হয়েছে।**

**রপ্তানিখাতে গতিশীলতা আনয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের শিল্পকে প্রতিযোগিতা-সক্ষম করার লক্ষ্যে আমরা রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ প্রণয়ন করেছি।**

**২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৫টি পণ্যে ২ থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রপ্তানি শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Export Development Fund (EDF)-এর সংস্থান করা হয়েছে।**

**ব্যাংক ঋণে সুদের হার একক সংখ্যায় নামিয়ে আনা হয়েছে। সম্মানিত উদ্যোক্তাগণ দেশের শ্রমশক্তি ও মেধার যথাযথ ব্যবহার করে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।**

**আমি সবসময়ই বলে এসেছি আমার সরকার ব্যবসা করবে না। ব্যবসা করবেন ব্যবসায়ীগণ। আমরা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করব। আমরা আপনাদের সৃজনশীল প্রয়াসে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি।**

**দেশে শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ ইপিজেড ও বিসিক স্টেটগুলোকে পুরোপুরি কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছি। বিভিন্ন জেলায় বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।**

**দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যেই ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (MRT) এবং মেট্রোরেলের কাজ চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন লাইন আধুনিকায়নসহ এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে।**

**কেবল কথায় নয়, কাজেও আমরা প্রমাণ রাখছি। কয়েকটি পরিসংখ্যান আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।**

* **২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৭.৮৬ শতাংশ হারে।**
* **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৫-০৬ সালের ৩.৪৮ বিলিয়ন হতে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত;**
* **২০৩০ সালের মধ্যে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হবে;**
* **প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের ঝরে পড়ার হার ২০০৬ সালের ৪৫% হতে ১৮% এ হ্রাস পেয়েছে;**
* **১৫ হতে ২৪ বছরের মধ্যে সাক্ষরতার হার প্রায় ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;**
* **বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে;**
* **দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৪১.৫% হতে ২১.৮% এ হ্রাস;**
* **নারীর কর্মসংস্থান ১৬.২ মিলিয়ন হতে ২২ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে;**
* **বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৩,২০০ মেগাওয়াট হতে ২০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার কাজ চলছে।**

প্রিয় উপস্থিতি,

**রপ্তানি ঝুড়িতে অনেক পণ্য সংযোজিত হলেও এখনও আমাদের রপ্তানির সিংহভাগ নির্ভর করছে গুটিকয়েক পণ্যের উপর। একটি উন্নত ও টেকসই অর্থনীতির জন্য এটা সুখবর নয়। এ অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণ প্রয়োজন। রপ্তানির ঝুড়িতে আরও বেশি উচ্চমূল্যের এবং অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।**

**আমরা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে দেশজ কাঁচামালনির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে আপনাদের আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।**

**এক্ষেত্রে পাটভিত্তিক বহুমুখী পণ্য, খাদ্যসহ এগ্রো-প্রসেসড্ পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আম, আলু ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।**

**শ্রমঘন আইসিটি খাতকে শুধুমাত্র দেশের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবেই আমরা বিবেচনা করিনি, আইসিটি সংশ্লিষ্ট সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতিও আমরা জোর দিয়েছি। আমি উদ্যোক্তাগণকে আইসিটিসহ অন্য সব সেবাখাতের রপ্তানিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।**

সুধিমন্ডলী,

**বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে ২০২৪ সালের পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। বিশেষ করে রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা সঙ্কুচিত হতে পারে। তার জন্য আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি।**

**উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের বিষয়টি আমাদের অহঙ্কার এবং তা যোগ্যতার মাপকাঠিতে পাওয়া। এ অর্জনের ফলে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হ্রাস পেলেও আমাদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী। এজন্য আমি সরকারি ও বেসরকারি খাতের সকলকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।**

**দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য আমরা বাস্তবমুখী আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নসহ বহির্বাণিজ্য প্রসারে বিবিধ কৌশল গ্রহণ করেছি। দেশের রপ্তানি শিল্প যাতে গুণগত মানসম্পন্ন ও Complaint পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।**

**শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করাসহ কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা হয়েছে। পোশাকশিল্পসহ সকল শিল্পের কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে।**

**দেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।**

**দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারী। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধির জন্য আমরা সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি।**

**বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে ডব্লিওটিও অবলিগেশন অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ ও সহজীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।**

**দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। ই-কমার্স ব্যবস্থায় আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন করেছি।**

সম্মানিত উৎপাদক ও রপ্তানিকারকবৃন্দ,

**ব্যবসা-বাণিজ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন শুল্ক ও অশুল্ক বাধা রয়েছে। এসব বাধা অতিক্রম করে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।**

**জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশের ন্যায় দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইং-কে কূটনৈতিক মিশনের বাইরে আনা বা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর শাখা বিদেশে সম্প্রসারিত করার সম্ভাবনা বিবেচনায় নেওয়া হবে।**

**বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি সব সময়ই আমাদের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার লাভের বিষয়টি তুলে ধরি। এর ফলে আমরা চিলি, ভারত, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শুল্কমুক্ত পণ্যের প্রবেশাধিকার লাভ করেছি। জাপান ও রাশিয়ায় জিএসপি সুবিধার পরিধি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। বাজার বহুমুখী করার জন্য ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছি।**

প্রিয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,

**এখন নির্বাচনের সময়। জনগণের ভোটে যে দলই নির্বাচিত হোক, তারা দেশ পরিচালনা করবে। আমি শুধু আপনাদের প্রতি অনুরোধ রাখব, নির্বাচনের ডামাডোলে যেন আমাদের কারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি বিঘ্নিত না হয়। কারণ, অর্থনীতির চাকা যেভাবে গতিশীল রয়েছে, তা একবার বাধাগ্রস্ত হলে তাকে পুনরায় সচল করা খুবই কষ্টসাধ্য। এ বিষয়ে সবাইকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।**

**আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। বর্তমান সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপকদের আবারও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**আমার জন্য দো’য়া করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

...